

# বণিক বার্তা

25 SEP 2025

## আড়াই হাজার কোটি ডলারের রফতানি ঝুঁকিতে ভিয়েতনাম

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরোপিত শুল্ক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভিয়েতনাম। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) বিশ্লেষণ অনুসারে, বাড়তি শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশটির রফতানি আয় প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কমেতে পারে। খবর রয়টার্স।

গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ষষ্ঠ বৃহত্তম রফতানিকারক দেশ ছিল ভিয়েতনাম। ওই সময় দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানির আকার ছিল ১৩ হাজার ৬৫০ কোটি ডলার। এর বেশির ভাগ পণ্যই তৈরি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক বহুজাতিক কোম্পানি কিংবা তাদের সরবরাহকারীদের কারখানায়।

ইউএনডিপির এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ ফিলিপ স্কেলেকেনস বলেন, 'সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রমুখী রফতানি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ২ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বেশি কমেতে পারে, যা দেশটির বার্ষিক মোট রফতানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।' গত ৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়া ২০ শতাংশ শুল্কের

পর ভিয়েতনামের রফতানি কমেতে শুরু করেছে। দেশটির কাপ্টমস বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি জুলাইয়ের তুলনায় ২ শতাংশ কমেছে। এর মধ্যে জুতার রফতানি কমেছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। ভিয়েতনাম বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম জুতা সরবরাহকারী দেশ। শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগে অবশ্য রফতানি প্রবাহ বেড়েছিল।

এ পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক ভিয়েতনামের চলতি বছরের প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস সংশোধন করে কমিয়েছে। ইউএনডিপির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামের রফতানি কমেতে পারে ১৯ দশমিক ২ শতাংশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য গড় পতনের হার ৯ দশমিক ৭ শতাংশ হলেও ভিয়েতনামের ক্ষতি প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে।

ফিলিপ স্কেলেকেনস বলেন, 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশই যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কবৃদ্ধিতে ভিয়েতনামের মতো এতটা ঝুঁকির মুখে নেই। পূর্ব এশিয়ার মধ্যে শুধু চীনই বড় ক্ষতির শিকার হবে। কারণ ডলারের হিসাবে চীনের রফতানি ভিয়েতনামের তুলনায় অনেক বেশি। তাই ক্ষতির আকারও বেশি হবে।'



# বণিক বার্তা

25 SEP 2025

## ইইউভুক্ত দেশগুলো থেকে গম রফতানি কমেছে ৩৩%

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

২০২৫-২৬ বিপণন বর্ষের (জুলাই-জুন) শুরু থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোর গম ((সফট হুইট)) রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে ৩৩ শতাংশ। ইউরোপিয়ান কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বিপণন বর্ষের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জোটভুক্ত দেশগুলো থেকে গম রফতানি হয়েছে মোট ৪১ লাখ ২০ হাজার টন। গত বছরের একই সময়ে রফতানির পরিমাণ ছিল ৬১ লাখ ৩০ হাজার টন। খবর বিজনেস রেকর্ডার। কমিশনের তথ্যে আরো বলা হয়েছে, আগের সপ্তাহে ইইউর গম রফতানি হয়েছিল ৩৭

লাখ ৮০ হাজার টন। তবে ফ্রান্সের পরিসংখ্যান এখনো অসম্পূর্ণ থাকায় সামগ্রিক হিসাবে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া বুলগেরিয়া ও আয়ারল্যান্ডের তথ্যও ২০২৩-২৪ বিপণন বর্ষের শুরু থেকে অসম্পূর্ণ রয়েছে।

দেশভিত্তিক হিসাবে এখনো ইইউর সবচেয়ে বড় গম রফতানিকারক দেশ রোমানিয়া। দেশটি চলতি বিপণন বর্ষে গম রফতানি করেছে ২০ লাখ ৭০ হাজার টন। এরপর রয়েছে লিথুয়ানিয়া (৬ লাখ ২০ হাজার টন), জার্মানি (৪ লাখ ১০ হাজার টন), পোল্যান্ড (৩ লাখ ৩০ হাজার টন) ও লাটভিয়া (৩ লাখ ১০ হাজার টন)।



ছবি: রয়টার্স



# সমকাল

25 SEP 2025

## এলডিসি থেকে উত্তরণে পাঁচ বছর সময় নেওয়ার দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের বর্তমান সক্ষমতা বিবেচনায় স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণে আরও পাঁচ বছর সময় দরকার। এখন থেকে সঠিক পরিকল্পনা করে উত্তরণের জন্য সক্ষমতার জন্য অগ্রসর হতে হবে। গতকাল বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণে জনস্বার্থ: জনগণের সম্পৃক্ততা ও মতামত অন্তর্ভুক্তি' বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক সমাজের পক্ষে এ দাবি জানানো হয়। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন ওয়াচ-বিডি ও নাগরিক উদ্যোগ এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

মূল বক্তব্যে পিএইচএম বাংলাদেশের সমন্বয়কারী আমিনুর রসুল বলেন, উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের বিষয়ে সব অংশীজনের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি জাতীয় কৌশলপত্র তৈরি করতে হবে। মেধাসম্পদ অধিকার বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট তাসলিমা জাহান বলেন, উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আরও পাঁচ বছর সময় দরকার। নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন বলেন, ইতোমধ্যে উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি উঠছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, অর্থনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্রুত একটি জাতীয় সংলাপের আয়োজন করা দরকার।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন সিরাক বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এস এম সৈকত, সিনিয়র সাংবাদিক সালাউদ্দিন বাবলু এবং গ্রিন বাংলা গ্যামেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস।



25 SEP 2025

# Export diversification project gets delayed again, cost rises 34%

**EXPORT COMPETITIVENESS FOR JOBS**

**THE PROJECT**  
 Approved In 2017, funded by World Bank | Initial budget Tk 941cr

**Aimed to ...**

- Diversify exports beyond RMG
- Create **90,000** jobs in leather, footwear, plastics, light engineering
- Build **4** technology centres

**REASONS BEHIND DELAY**

- Land acquisition hurdles
- Slow implementation
- Weak project design

**DELAYS**

- Deadline revised twice, now extended to June 2026
- Costs revised to Tk 1,264cr
- 70-78% completed
- Equipment & machinery procurement still pending

**MD ASADUZ ZAMAN**

The long-awaited Export Competitiveness for Jobs (EC4J) project, designed to diversify the country's export basket, has been delayed for a second time, with its deadline now pushed to June next year and costs revised upward.

Initially approved in 2017 with a budget of Tk 941 crore, the World Bank-funded project was intended to strengthen competitiveness in leather, footwear, light engineering and plastics, while creating an estimated 90,000 jobs.

Costs have since climbed to Tk 1,264 crore, a 34 percent increase, according to planning ministry documents.

The delay comes as Bangladesh faces mounting pressure to expand its exports ahead of graduation from the Least Developed Country group in November next year.

Despite years of pledges to diversify, the country still depends heavily on ready-made garments, which account for nearly 82 percent of total merchandise shipments.

Earlier this month, the Executive Committee of the National Economic Council

approved the third extension for the EC4J project.

The project, which is about 70-78 percent complete in eight years, is expected to establish four technology centres in Kaliakair and Kashimpur of Gazipur, Mirsharai of Chattogram, and Sirajdikhan of Munshiganj to provide local enterprises access to modern machinery, skills training, and business development services.

However, delays in acquiring land and procuring equipment

for the centres on time, he said, "If construction isn't finished, where would you keep the machinery after purchasing?"

"Now that construction is almost finished, tenders will be prepared for procurement. Hopefully, it will be floated this month. Once that happens, we'll directly move into building installation along with procurement," he said, adding that exchange rate fluctuations, not fresh spending, had driven cost increases.

Regarding cost escalation, he said, "There is no extra money required. All of the money is going for equipment, machinery, software, and the remaining

construction work. The cost increase actually happened because of the exchange rate difference.

"When the project was taken up, the exchange rate was probably around Tk 80-90. Now it's around Tk 122-124."

Although the project aims to diversify the export basket, the export data over the years since the project was taken up does not offer much hope.

In the fiscal year 2016-17,

**IPDC ডিপোজিট | ১৬৫১৯**

stalled progress.

Speaking about the slow implementation, Md Abdur Rahim Khan, additional secretary of the commerce ministry and project director, said land acquisition for the technology centres consumed a lot of time as they couldn't work for about three months last year, which ultimately delayed construction.

When asked about project documents showing that the commerce ministry could not collect the necessary machinery



25 SEP 2025

## Export diversification

FROM PAGE B1

readymade garments accounted for 81.23 percent of total exports of \$34.6 billion. By FY25, the share of readymade garments to total exports rose to 81.49 percent, according to export data compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

The export market has also remained stuck with the European Union and the United States.

These two markets together account for over two-thirds of Bangladesh's exports, reflecting a slight change in reality, despite policymakers and businesses having discussed diversifying exports and destinations over the years.

Preferring anonymity, some Planning Commission officials described the project as "poorly designed" and cautioned against any further extensions.

"Due to the delays, Bangladesh will end up paying more in local currency against World Bank loans," one senior official said on condition of anonymity.

M Abu Eusuf, executive director of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), said the project must be completed by the latest deadline to realise its benefits as LDC graduation

is approaching.

"This is a very important project, but progress has been extremely slow. It must be given far greater priority. We may still have some time before LDC graduation, and perhaps even an extension, but that may not always be the case," he noted.

In this context, projects aimed at export diversification beyond RMG need to be fast-tracked.

"We should particularly focus on sectors with untapped potential that we have not yet been able to harness," he said.



25 SEP 2025

## Palm oil ends higher on strong exports

KUALA LUMPUR, Sept 24 (Reuters): Malaysian palm oil futures inched higher on Wednesday, supported by stronger exports and firmer soyoil, but palm oil losing its competitive advantage over soyoil capped the gains. The benchmark palm oil contract for December delivery on the Bursa Malaysia Derivatives Exchange was up 37ringgit, or 0.85%, at 4,380 ringgit (\$1,041.62) a metric ton at the close. The contract fell 2.25% on Tuesday.

Crude palm oil futures traded marginally higher on strong export performance and higher Chicago soybean oil prices at midday, said David Ng, a proprietary trader at Kuala Lumpur-based trading firm Iceberg X Sdn Bhd.

"The narrowing spread between palm oil and soybean oil is also weighing on palm oil price gains."

Cargo surveyors estimated exports of Malaysian palm oil products for September 1-20 to have risen between 8.3% and 8.7% month-on-month.

Dalian's most-active soyoil contract fell 0.44%, while its palm oil contract added 0.44%. Soyoil prices on the Chicago Board of Trade slipped 0.18%.

Palm oil tracks the price movements of rival edible oils as it competes for a share of the global vegetable oils market.



Oil prices inched up as an industry report showed US crude inventories declined last week, adding to a sense in the market of tightening supplies.

Stronger crude oil futures make palm a more attractive option for biodiesel feedstock. Malaysian palm oil futures are likely to jump 27% to a more than three-year high of 5,500 ringgit per ton in January-March 2026, as rising biodiesel consumption in top producer Indonesia tightens supplies, industry analyst Dorab Mistry said.

The European Union will delay launching its anti-deforestation law for a second time, postponing for another year the ban on imports of commodities such as palm oil that are linked to forest destruction.

